দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..1 4..AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

০৩

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে নতুনভাবে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন

হুমায়ুন কবীর সরদার

জাতীয় সংসদে বেশ কয়েক মাস আগে থানা শিক্ষা কমিটিতে স্থানীয় এমপিকে চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব সকল সাংসদ সমর্থন করেছেন। বিজ্ঞ এবং আইন বিষয়ে দক্ষ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আরও আলোচনাপূর্বক জাতীয় সংসদকে মতামত দেবেন বলে জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমালোচিত হয়েছেন। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং জনপ্রতিনিধিদের সরকারের কর্মচারীদের ওপরে মর্যাদার আসনে স্থান দেয়ার মহান লক্ষ্যে স্থানীয় সাংসদকে থানা কমিটি চেয়ারম্যান করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতামত দেয়ার কোন ফাঁক থাকে না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি- তা অনুধাবন বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যদি দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বাস্তব অবস্থা জাতীয় সংসদে তুলে ধরেন, তবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে নতুনভাবে আইন প্রণয়নের কথা চলে আসা স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন আইন হয়েছে। দেশের বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারেও নতুনভাবে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

প্রথমত, যেসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুদান দেয়া হয়ে থাকে, সে সব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এক ধরনের সরকারী কড়াকড়ি আরোপ করে আইন প্রণয়ন জরুরী।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা পণ্য নয়, শিক্ষা হলো রাষ্ট্রের মৌলিক খাতের অন্যতম। শিক্ষা হলো সেবামূলক খাতের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু দেশে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যারা শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে এবং ওভার স্ট্যান্ডার্ড শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বেশি অর্থ আয় করার টার্গেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এ যেন উচ্চ-বিত্তদের জন্য প্রেসক্রাইব করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকার দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছেন। কিন্তু এ ধরনের অসংখ্য রীতিনীতি ও পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে, এক দেশে অসংখ্য পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে দরিদ্রদের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য- এসব স্লোগান বাস্তবায়ন করা কঠিন। এসব বিষয়ে মাননীয় এমপিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সমীপে এই লেখকের বিনীত প্রার্থনা হলো ঃ

১। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির হাতে বর্তমানে যে ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে তা কমানো হোক। যে সব প্রতিষ্ঠান সরকার থেকে অনুদান নেয়, সেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মাননীয় ডিজির ক্ষমতা বাড়ানো হোক। বেতন দেবেন মাননীয় ডিজি আর চাকরির মালিক হবেন বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এখানে দু'ধরনের কর্তৃপক্ষের দু ধরনের ক্ষমতা দেখা যায়। এ ব্যাপারে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা প্রয়োজন।

২। বেসরকারী অথচ সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি শিক্ষক নিয়োগ, আয়-ব্যয়ের হিসাব, ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি-হাফ ফ্রি বেতন, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে। এক্ষেত্রে এ ধরনের কমিটির হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা থাকায় ঐ প্রতিষ্ঠানে লোকাল পলিটিক্স, নকলের ব্যবসা, ভাচার পলিটিক্স, শিক্ষক নিয়োগে অদৃশ্য কাজকর্ম, প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধা দিয়ে প্রভাবশালীদের তুষ্ট রাখা, আয়-ব্যয়ের হিসাব নিজেদের মধ্যে ধামাচাপা দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, নীতিবান শিক্ষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে ফায়দা হাসিলের সুযোগসহ অসংখ্য দুর্নীতির সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে দুর্নীতিরোধে নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করা হোক।

৩। স্থানীয় এমপি বা মন্ত্রীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান না করে বরং স্থানীয় এমপি বা মন্ত্রীর কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখা হোক। থানা শিক্ষা কমিটিকে স্থানীয় এমপি বা মন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি রাখার ব্যবস্থা রাখা হোক।

৪। শিক্ষক নিয়োগের বেলায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক তৈরিকৃত মেধা তালিকা থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিয়োগ দান বাধ্যতামূলক করা হোক। এক্ষেত্রে সিলেকশন বডি এবং পরিচালনা কমিটির পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকবে না।

৫। চাকরির প্রোবেশন পিরিয়ডে কোন শিক্ষক বা কর্মচারীর কোন কাজ বা আচরণ পরিচালনা কমিটি অসন্তোষজনক মনে করলে পরিচালনা কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে ঐ প্রোবেশনারকে চাকরিচ্যুত করতে পারে বলে সার্ভিস রুল— এ (যেমন-বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের বেলায় প্রযোজ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সার্ভিস রুল-এ) যে ক্ষমতা রয়েছে, তা খর্ব করা হোক। এক্ষেত্রে তদন্ত ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে চাকরিচ্যুতির বিধান করা হোক।